দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 31 JAN 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 ... কলাম 1 ... ...

015

পাঠ্যবই ঃ প্রতিবছরের সমস্যা

শিক্ষা বছরের একমাস পেরিয়ে গেছে এখনো দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছেনি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দু'টি স্তরেই এর সংকট রয়েছে। শিক্ষা উপমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন বিনামূল্যের বই সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বিতরণের কাজ দু'একদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মফস্বল থেকে খবর আসছে ভিন্ন রকম। সেদিন 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত শৈলকুপা উপজেলার এক খবরে উল্লিখিত হয়েছে যে, সেখানের প্রাইমারী স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই এখনো পায়নি। উপজেলায় ৯০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রের সংখ্যা যেখানে ৪৩ হাজারের ওপরে সেখানে বই পাওয়া গেছে ১৮ হাজার সেটের মতো। এর মধ্যে কোন কোন বই মোটেই মেলেনি। আবার স্কুলে না পৌঁছলেও অনেক বই বিক্রি হতে দেখা যায় খোলাবাজারে। মাধ্যমিক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর বইও দেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব বই রাজধানীর বাজারেও মিলছে না বলে উল্লিখিত হয়েছে। বগুড়া জেলাসহ আরো কিছু এলাকা থেকেও একই খবর রয়েছে।

পাঠ্যবইয়ের সংকট প্রতিবছরের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মত পাঠ্যবই পৌঁছেছে--এ দাবী করার উপায় নেই। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক উভয় স্তরে এ সমস্যা দেখা গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে এ বই স্কুলেই পৌঁছানোর কর্মসূচী রয়েছে। অথচ ছাপা ও বিতরণের সমস্যার দরুন গত বছরেও এপ্রিল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক বই ছাত্র-ছাত্রীরা পায়নি। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বছরের প্রায় চার মাসই বই ছাড়া কেটেছে। এবারেও একই লক্ষণ দেখে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না।

গত ক'বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবারের পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু বছরের প্রথম মাসের অভিজ্ঞতা এই সতর্ক সংকেত রাখছে যে, সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কাটিয়ে তোলার জোর উদ্যোগ নেয়া না হলে সময়মত বই পাঠানোর সরকারী দাবী ফাঁকা আওয়াজই থেকে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে বাধ্য।

শিক্ষা বছরের প্রথম থেকে বইয়ের অভাবে পড়াশুনা বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষার দিক থেকেই যে শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে তাই নয়, এরফলে যে উদ্যমহীনতার সৃষ্টি হয় তা অনেকের শিক্ষাজীবনেরও ইতি টেনে দিতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর জন্যে এ আশংকাটা অনেক বড়।

কাগজের অভাব, পাণ্ডুলিপি সরবরাহে বিলম্ব, ছাপাখানার সমস্যা, বাঁধাইয়ের সঙ্কট ইত্যাদি কারণে বই ছাপতে যেমন দেরী হচ্ছে তেমনি আবার সেগুলো সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অব্যবস্থা ও বিলম্ব। বস্তুতঃ আমলাতান্ত্রিক কাজের ধারা এ সংকটের পেছনে প্রধান কারণ হয়ে রয়েছে। পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সময়মত অবশ্যই পৌঁছাতে হবে এমন গরজ যে রয়েছে আগাগোড়া কাজের ধারা থেকে সেটা মনে করার উপায় নেই। সেটাই যদি থাকবে তবে একই ধরনের সমস্যা বারবার দেখা দেবে কেন? মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণের ভার এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এরপর খবরদারির কাজটি সে উপসর্গমুক্ত না হতে পারায় অনেক সময় বিভ্রাটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ত্রুটিও সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। সমস্যার এ দিকগুলোর সার্বিকভাবে মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।